গুমের শাস্তি একা ভুক্তভোগীর নয়, সমাজজুড়েই ছড়িয়ে পড়ে: চিফ প্রসিকিউটর

সংগৃহীত ছবি

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম বলেছেন, বলপূর্বক গুম কেবল একজন মানুষকে নয়, পুরো সমাজকে শাস্তির মুখে ফেলে। একজন মানুষ গুম হলে তার পরিবার প্রতিদিন অনিশ্চয়তা আর বিচারহীনতার ভেতর দিন কাটায়।

আজ (২১ জানুয়ারি) বুধবার টিএফআই সেলে গুম ও নির্যাতনের মামলার সাক্ষ্যগ্রহণ শুরুর আগে সূচনা বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি জানান, গুম ছিল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহারের একটি কৌশল, যার মাধ্যমে বিরোধী মত দমন করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় মানুষকে বিচার ছাড়াই অন্ধকার কুঠুরিতে আটকে রেখে ভয় ও নীরবতার সংস্কৃতি তৈরি করা হয়, যা সমাজ ও নিরাপত্তা কাঠামোর ভেতর গভীর ক্ষত তৈরি করেছে।

চিফ প্রসিকিউটর বলেন, আন্তর্জাতিক আইনে গুম মানবতাবিরোধী অপরাধ হিসেবে স্বীকৃত, কারণ এটি একসঙ্গে বহু মৌলিক অধিকার ধ্বংস করে। গুমের সবচেয়ে ভয়াবহ দিক হলো, এতে কোনো লাশ থাকে না, থাকে শুধু প্রশ্ন আর অপেক্ষা—যা পরিবারগুলোর জন্য দীর্ঘস্থায়ী মানসিক শাস্তি হয়ে দাঁড়ায়।

তিনি আরও বলেন, ন্যায়বিচার নিশ্চিত হলে রাষ্ট্র শিখবে, নাগরিকের মর্যাদা কখনোই পদদলিত করা যায় না। এই বিচার গুমের সংস্কৃতি বন্ধে একটি শক্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।